উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৮
সংখ্যা ৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯

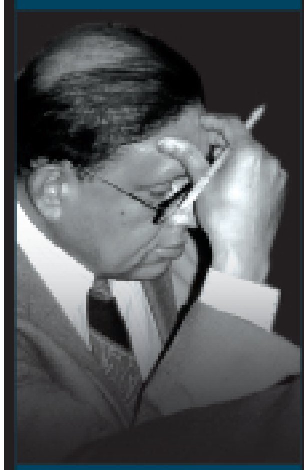

আমরা শোকাহত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক ও ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য

প্রফেসর ডঃ মোশাররফ হোসেন

গত ৬ জুলাই ২০০৯ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবারের সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদ সহ ঘাসফুলের সকল স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ মরহুমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। প্রফেসর মোশাররফ হোসেন ২০০৫-২০০৯ সাল পর্যন্ত ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

নেস্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত ঝুঁকিপূর্ণ ও কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আলোকিত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে পরিচালিত নেস্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের "উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা" বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ পশ্চিম মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টার-এ সম্পন্ন হয়। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত উক্ত কর্মশালা গত ২৮ জুলাই - ৩ আগস্ট এবং ১৬ - ২২ আগস্ট ২০০৯ তারিখে ২ পর্ব মিলে মোট ১৪ দিনে সম্পন্ন হয়। কর্মশালায় সহায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন কোডেক-এর উপ-সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জুলিয়া চৌধুরী ও সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা জেরিন কুলসুম মিলি। কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নেস্ট কনসোর্টিয়ামের সদস্য সংস্থা ওয়াচের নির্বাহী *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ঘাসফুলের বৃক্ষ রোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচী ২০০৯ সম্পন্ন

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বৃক্ষ রোপণ অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ

বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন পটিয়া উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব আবুল হোসেন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সারাপৃথিবীতে অতি বৃষ্টি, অনা বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প ও মরুকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সে প্রক্রিয়া থেকে আমাদের এই ছোট ব-দ্বীপটিকে রক্ষা করার তাগিদে গত জুলাই মাসে দেশ ব্যাপী পালিত হয়ে গেল বৃক্ষ রোপণ মাস-২০০৯। কর্মএলাকার মোট ভূখণ্ডের শতকরা ২৫ ভাগ বন পরিবেষ্টিত করে আমাদের ভবিষ্যত নাগরিক শিশুদের জন্য একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়নে গত ১ যুগ ধরে বৃক্ষ রোপণ ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৯৭ সাল থেকে প্রায় প্রতিবছর ঘাসফুল ইএসপি (এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম) স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে "চারা বিতরণ কর্মসূচী ২০০৯" পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁওস্থ ঘাসফুল এরিয়া অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো (বিএটিসি) বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় পরিচালিত উক্ত কর্মসূচির আওতায় ৪৫০ জন শিশু শিক্ষার্থীর মাঝে ফলজ,কাঠ,বনজ ও ঔষধি জাতের ২ হাজার গাছের চারা বিতরণ করা হয়। ৮ জুন ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত চারা বিতরণ কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলার শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ রবিউল হোসেন ও ব্র্যাক ইএসপি কর্মসূচীর রিজিওনাল ম্যানেজার জনাব নবাব শরীফ। সভায় প্রধান অতিথি বলেন "গত ১ যুগ ধরে পরিচালিত ঘাসফুলের বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী সহ সমন্বিত উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড সত্যিই প্রশংসনীয়"। তিনি বিতরণকৃত চারাগাছ সমূহের সংরক্ষণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি জনাব ডঃ মনজুর উল আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মসূচীতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। শিশুদের অভিভাবকবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে পরিচালিত উক্ত চারা বিতরণ কর্মসূচীতে অন্যান্যদের মাঝে আরো বক্তব্য রাখেন পটিয়া উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা তপন কুমার চৌধুরী, রাখাল চন্দ্র পাল এবং ঘাসফুলের উপ-পরিচালক ও স্থানীয় লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি জনাব মফিজুর রহমান প্রমুখ। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা।

ঘাসফুল কৈশোর মঞ্চের মতবিনিময় সভা সম্পন্ন

মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ২৯ নং ওয়ার্ডের কমিশনার জনাব সাহিদুল ইসলাম টুলু

কর্মএলাকার কিশোর - কিশোরীদের জীবন দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে বিভিন্ন রকম কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় নগরীর ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ডের কৈশোর মঞ্চের উপদেষ্টা কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা এডিএফ এর সহযোগিতায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের আয়োজনে গত ২৬ ও ২৭ আগস্ট ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ নং ওয়ার্ড কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম টুলু, কদমতলী আলো সিঁড়ি ক্লাবের সভাপতি মোঃ শওকত আলী, এডিএফ প্রতিনিধি মোঃ আজহারুল হক প্রমুখ। ৩০ নং ওয়ার্ড কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ইপিআই প্রতিনিধি মাহাতাব উল্লাহ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি মোঃ আনোয়ার পাহলভী প্রমুখ। সভা সমূহে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বয়ঃসন্ধিকাল, নারী,শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের অধিকার, এইচআইভি/ এইডস, স্যানিটেশন, দরিদ্র শিশুদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে খতনার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভা চলাকালীন সময়ে স্থানীয় কিশোর - কিশোরীদের অভিভাবক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ছিলেন ঘাসফুলের শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা বৃন্দ। সভা সমূহ পরিচালনা করেন ঘাসফুলের শিক্ষা কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী।

ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের শিশু শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পরিচালিত ঘাসফুল চারা বিতরণ কর্মসূচী ২০০৯ জমজমাট মেলার আকার ধারণ করেছিল। পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়নে অবস্থিত ঘাসফুল এরিয়া অফিস প্রাঙ্গণে গত ৮ জুলাই ৪৫০ জন শিশু আষাঢ়ের বৃষ্টির মাঝে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছিল। নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শিশুরা অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত সকলকে মাতিয়ে তুলেছিল। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অতিথিদের কাছ থেকে চারা গ্রহণ করার পর শিশুদের উল্লাস দেখে স্থানীয় এক ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন "বিগত প্রায় এক যুগ ধরে এই স্থানটিতে প্রতি বছরই ঘাসফুলের উদ্যোগে শিশুদের বৃক্ষ মেলা অনুষ্ঠিত হয়"।

ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে ঘাসফুলের অংশ গ্রহণ

গত ১২-১৬ জুলাই ২০০৯ তারিখে ৫ দিন ব্যাপী ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল হাটহাজারী সদর শাখার ব্যবস্থাপক শাহাদাৎ হোসেন এবং ফেনী সদর শাখার ব্যবস্থাপক নাসির উদ্দীন।

পিকেএসএফ আয়োজিত দল ব্যবস্থাপনা ও সঞ্চয় গতিশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত গত ২৬- ২৯ জুলাই ২০০৯ তারিখে কোডেক ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ দিনের উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী হিসাবে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল কাট্টলী শাখার ঋণ কর্মকর্তা মাসুদ পারভেজ ও পটিয়া সদর শাখার ঋণ কর্মকর্তা সুজন নাথ।

পিকেএসএফ আয়োজিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ ঢাকাস্থ সেপ বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। গত ১০-১৩ আগস্ট ২০০৯ তারিখে ৪ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল মাদারবাড়ী ৬ শাখার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সৌরভ কুমার শীল ও সরকার হাট শাখার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ আরিফুর রহমান।

দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ গত ১৬-১৮ আগস্ট ২০০৯ তারিখে কোডেক ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ আয়োজিত ৩ দিনের উক্ত প্রশিক্ষণে ঘাসফুলের অংশগ্রহণকারী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সরকার হাট শাখার ঋণ কর্মকর্তা অতনু বড়ুয়া ও কাট্টলী শাখার ঋণ কর্মকর্তা শহীদুল ইসলাম।

গত ২৩-২৭ আগস্ট ২০০৯ তারিখে ঘাসফুল মাদারবাড়ী ৩ শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মহিউদ্দীন ও কালারপোল শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ রিয়াজউদ্দীন পিকেএসএফ আয়োজিত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ৫ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণ ঢাকাস্থ পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৫-৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল মাদারবাড়ী ২ শাখার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম ও মাদারবাড়ী ৫ শাখার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন। পিকেএসএফ আয়োজিত ৪ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণ ঢাকাস্থ সেপ বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ৪ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ ঢাকাস্থ পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। গত ৭-১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে পিকেএসএফ আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল মাদারবাড়ী মধ্যম হালিশহর শাখার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রবিরায় মালাকার ও বহদ্দারহাট শাখার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ ওসমান।

ঘাসফুল আয়োজিত প্রশিক্ষণ সমূহ

ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে "হিসাব ও আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়ক" প্রশিক্ষণ গত ২৫ ও ২৬ জুলাই ২০০৯ তারিখে মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১, ২, ৩, ৪, হালিশহর ৫ এবং কালারপোল, সরকার হাট, পতেঙ্গা, কাট্টলী, চৌধুরী হাট, নজু মিয়া হাট, আনোয়ারা ও হাটহাজারী সদর শাখার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ২ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, স্মৃতি চৌধুরী ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাপক মোঃ মোস্তফা জামাল উদ্দীন। ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ঘাসফুল ট্রেনিং সেলের উদ্যোগে গত ২৯ ও ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ ঘাসফুল ফেনী সদর শাখার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক উক্ত প্রশিকণে ঘাসফুল ফেনী সদর শাখার কর্মকর্তারা অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ সমূহে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন ঘাসফুল ট্রেনিং সেলের ব্যবস্থাপক আবু করিম ছামি উদ্দিন।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩, জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০৯

সম্পাদকীয়

ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমাদের করণীয়

ভাইরাস জনিত অন্য অনেক রোগের মত ডেঙ্গু জ্বর এরই মধ্যে আমাদের দেশে মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডেঙ্গু জ্বরের দেখা মিলে। এর পর ১৯৭৭ -৭৮ সালে আইডিডিসিআর এর জরিপে ডেঙ্গু ভাইরাসের তথ্য মিলে। ১৯৮২ - ৮৩ সালে ২৪৫৬ জন ব্যক্তির রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে ২৭৮ জন এবং ১৯৮৬ সালে ২১ জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ জনের রক্তে ডেঙ্গু ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এভাবে পুরো ৮০ এর দশকে আমাদের দেশে বিচ্ছিন্ন ভাবে ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী এবং কিছু মৃত্যুর ঘটনা ও ঘটে। তবে ২০০০ সালের দিকে এসে ডেঙ্গু ভাইরাস আমাদের দেশে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এবং প্রতি বছরই একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে শহর এলাকা গুলোতে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এবং সৃষ্টি হয় একটি উদ্বেগ জনক পরিস্থিতি। ভাইরাস জনিত অন্যান্য রোগের মত এরও কোন প্রতিষেধক নেই টিকাও নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দিয়ে এর মোকাবেলা করা হয়। অন্যান্য ভাইরাল ফিভারের মত এটিও ৭ দিনের মধ্যে সেরে যায়। এই ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি তৈরী হয় রোগ পরবর্তী জটিলতা নিয়ে। সময় মত যথাযথ ভাবে ডেঙ্গু জ্বর মোকাবেলা করা না গেলে রোগীর দ্রুত অবনতি ঘটে। সোয়াইন ফ্লুর ধকল সামলাতে না সামলাতে শুরু হয়েছে ডেঙ্গু জ্বরের মৌসুম। এরই মধ্যে দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। সাধারণত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত কোন রোগীকে এডিস মশা কামড়ালে ডেঙ্গু ভাইরাস এডিস মশার দেহে প্রবেশ করে। সেই ভাইরাসবাহী এডিস মশা কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে ডেঙ্গু ভাইরাস তার দেহে ঢুকে পড়ে। হঠাৎ করে জ্বর, গায়ে ব্যথা, চোখ নাড়ালে ব্যথা, দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া, পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়া এমনকি অনেক সময় প্রস্রাবের সঙ্গেও রক্ত যেতে পারে। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার খুবই মারাত্মক। শকে চলে যাওয়া , অস্থিরতা, অবসন্নতা, পেটে তীব্র ব্যথা, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ত্বক কুঁচকে যাওয়া, রক্ত চাপ কমে যাওয়া বেশি বেশি প্রস্রাব হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্র রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সামান্যতম অবহেলা রোগীর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। তবে বেশির ভাগ ডেঙ্গু জ্বরই ৭ দিনের মধ্যে সেরে যায়, অধিকাংশই ভয়াবহ নয়। যথেষ্ঠ পরিমাণ পানি পান, বিশ্রাম, তরল খাবার এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জ্বর ও গায়ে ব্যথার সামান্য কিছু ওষুধ এই ধরনের রোগীকে সারিয়ে তুলতে পারে। তবে জ্বরের সঙ্গে রক্ত ক্ষরণের লক্ষণ দেখা মাত্র হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। এই জ্বর থেকে নিজেকে ও পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু সতর্কতা অবলম্বনই যথেষ্ঠ। এডিস মশা সাধারণত সকাল -সন্ধ্যায় মানুষকে কামড়ায়। ভোরে সূর্য উদয়ের আধ ঘন্টার মধ্যে এবং সন্ধ্যায় সূর্য অস্তের আধ ঘন্টা আগে এডিস মশা কামড়াতে পছন্দ করে। তাই এই দুই সময়ে মশার কামড় থেকে সাবধান থাকতে হবে। আমরা যদি নিজের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকি এবং দৈনন্দিন স্বাস্থ্য অভ্যাস পরিবর্তন করি তবে ডেঙ্গু থেকে নিজেকে ও পরিবারের সদস্যদেরকে তথা সমাজকে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে পারি। কাজেই ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নিজের ঘর ও আঙিনা থেকে মশার উৎস ধ্বংস করে ফেলতে হবে। ফুলের টব, পুরনো ক্যান বা পাত্র, গামলা, গাছের কোটরে যাতে ৪-৫ দিন পানি জমে না থাকে, ছোট আবদ্ধ জায়গায় যাতে বৃষ্টির পানি জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার আশায় বসে না থেকে নিজ উদ্যোগেই নিজের আশ - পাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সিটি কর্পোরেশনের কর্মীরা এসে বাড়ির ছাদের টবের পানি পরিষ্কার করে দিবে এই ধরনের চিন্তা বোকামীরই নামান্তর। নিজের পরিবেশ নিজেকেই পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেলে আশাপাশের সবাইকে তা জানাতে হবে এবং বিশেষ মশক নিধন অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে শিশু শ্রম বন্ধ করতে হবে

পৃথিবী যেদিন থেকে সভ্যতার পথে চলতে শুরু করেছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে আলোচিত এবং সমালোচিত ইস্যুগুলোর মধ্যে শিশু শ্রম একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহ অর্থাৎ দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও সাব সাহারার দেশগুলোতে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি থেকে শুরু করে শিশুশ্রম সংস্কৃতির একটি অন্যতম অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে শিশু শ্রমের উৎপত্তির মূল কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় প্রতিটি শিশুর পরিবারই শিশু শ্রমের মূল সূতিকাগার হিসাবে কাজ করছে। পরিবারের অর্থনৈতিক দারিদ্র্য বাধ্য করে একটি শিশুকে গৃহস্থালী কিংবা কৃষি কাজে অংশ নিতে। নগর সভ্যতা শিশু শ্রমের ক্ষেত্রে আরো নির্মম। দরিদ্রতা একটি শিশুকে ঠেলে দিচ্ছে পাথর ভাঙ্গা, রিক্সা ও ঠেলাগাড়ী টানার মত নির্মম শ্রমের দিকে। দারিদ্র নিরসনের আশায় পিতামাতার তত্ত্বাবধানে শ্রমজীবী শিশুরা শ্রম বাজারে প্রবেশ করলেও ফল হয় সম্পূর্ণ উল্টো। শিশু যতবেশী দিন শ্রম বাজারে শ্রম বিক্রি করবে পরিবারের দারিদ্রতা তত বেশী সম্প্রসারিত হবে এবং জীবনমান নিম্নমুখী হবে। দারিদ্র্য যেমন শিশুশ্রম বিকশিত করছে, তেমনি শিশুশ্রম দারিদ্র্যকে দীর্ঘায়িত করবে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন সত্বে দেশে এখনো ৬০ লাখ শিশু মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী যারা চরম দরিদ্র সীমানায় বসবাস করছে, তাদের শিশু সন্তানরা পরিবারের অন্ন যোগানোর জন্য চালিয়ে যাচ্ছে এক নিরন্তর সংগ্রাম। শিশু শ্রমের এই পর্যাপ্ততা, নিয়োগকর্তার পছন্দ – অপছন্দকে উৎসাহ যোগাচ্ছে। সেই সঙ্গে শোষণের মাত্রাকেও বিভিন্ন উপায়ে বিশেষায়িত করছে। কখনো অপর্যাপ্ত মজুরী, কখনো শারীরিক নির্যাতন, কখনো সাধ্যের বাইরের বা অপছন্দের কাজ চাপিয়ে দেওয়া, কখনো বা বিকৃত রুচির চর্চা, যা আধুনিক সমাজে একটি ভিন্নধর্মী দাসপ্রথা হিসাবে পরিচিতি লাভ করছে। বিশেষত দ্রুত নগরায়ন, ইহার সাথে খাপ খেয়ে চলার মানসিকতা, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আধিক্য, সীমিত সম্পদ, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, ভূমি হীন কৃষক সমাজের সংখ্যাবৃদ্ধি, নারীশিক্ষার প্রতি ঐতিহ্যগত উদাসীনতা, বেকারত্ব এবং আয় স্বল্পতা বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যান্য কিছু দেশের মধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান শিশু শ্রমের দেশ হিসেবে পরিচিত করে তুলছে। অপরিকল্পিত শিল্পায়নে ক্রমবর্ধিষ্ণু শিশু শ্রমকে অনেকে দাস প্রথার সাথে তুলনা করেছে। নিয়োগ কর্তারা মনে করে তারা শিশু শ্রমিক নিয়োগ করে দরিদ্র পরিবারকে সহযোগিতা করছে কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কমদামে শ্রম ক্রয়, সহজে নিয়ন্ত্রণ অথবা অস্থির শ্রমবাজারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, অধিকন্তু শিশুরা ভয়ে তটস্থ থাকে, স্থান দখল করে কম এবং তারা হয় একান্ত অনুগত। এই শিশু শ্রমকে অচিরেই পুরোপুরি প্রতিরোধ করা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু প্রশমনের উপায়গুলো আমরা বিবেচনা করতে পারি। শিশু অধিকার রক্ষায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে ৩৬ টি আইন রয়েছে, পাশাপাশি বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ শিশু সনদে স্বাক্ষর করেছে তথাপিও বিএসএফ (বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম) কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় বর্তমানে বাংলাদেশে ৫ - ১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৪ কোটি ২৪ লাখ যার মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৩১ লাখ ৮০ হাজার। বিশ্বের দরবারে নিজেদের সভ্য ও মর্যাদাবান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিশু শ্রম ও শিশু পাচারের মত জঘন্য কাজগুলি থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। শিশু শ্রম প্রতিরোধে শিশুদের জন্য পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ সাফল্য অর্জনের দাবী জাতি হিসাবে আমরা আজও করতে না পারলেও দেশের মোট শিশুর মধ্যে ৩ কোটি ৩৩ লাখ শিশু স্কুলে যায় এর মধ্যে আবার ২০ লাখ শিশু এনজিও পরিচালিত ৫০ হাজার উপ-আনুষ্ঠানিক, প্রাকপ্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত আছে (২০০৫ এর তথ্য অনুসারে) । সামর্থ্যের বিচারে এই পরিসংখ্যান বাংলাদেশের এনজিও সমূহের সফলতা বলে রায় দিতে হবে। কিন্তু পরিসংখ্যান দেখে তৃপ্তির ঢেকুর তোলার অবকাশ নেই। আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হচ্ছে দেশে এখনো ৫৪ লাখ ৯০ হাজার শিশু স্কুলে যায়না যার মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত আছে ১২ লাখ ৭০ হাজার শিশু।

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ আয়োজিত
"ক্ষুদ্র শিল্প প্রদর্শনী ২০০৯ সম্পন্ন"

চট্টগ্রাম এডিপি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত " ক্ষুদ্র শিল্প প্রদর্শনী - ২০০৯" গত ২৬ -থেকে ২৮ আগস্ট চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। ৩ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত মেলার স্টল সমূহে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী এবং মেলায় আগত ক্রেতাদের নিকট পণ্যের বাজারজাত করা হয়। ৮ টি সমবায় সংস্থা ও ১২ টি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার মোট ২০ টি স্টলের মাধ্যমে পরিচালিত জমজমাট মেলার উদ্বোধন করেন ওয়ার্ল্ড ভিশন হংকং এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার বার্থিজ চ্যান। ওয়ার্ল্ড ভিশন চট্টগ্রাম এডিপির ব্যাবস্থাপক প্রদীপ ডি কস্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড ভিশন হংকংয়ের প্রকল্প কর্মকর্তা ব্যানি ম্যাক ও ওয়ার্ল্ড ভিশন এর এসোসিয়েট ডিরেক্টর বংকিম সিং দ্রুং। ওয়ার্ল্ড ভিশন চট্টগ্রাম এডিপির লাইভলীহুড প্রকল্পের ব্যবস্থাপক পার্ল ভেরোনিকা এ্যান্থনির স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা সহ ঘাসফুলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য স্টলের পাশাপাশি "ঘাসফুল স্টল" মেলায় আগতদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগী সদস্যদের তৈরীকৃত পণ্য সামগ্রীর পাশাপাশি ঘাসফুল সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উৎপাদিত থ্রি পিছ, শাড়ী, বিছানার চাদর, হাত ব্যাগ, মোবাইল ব্যাগ, জানালার পর্দা, বালিশের কুশন প্রভৃতি সামগ্রী প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা হয়।

সাফল্যের ধারাবাহিকতা কামনায় ঘাসফুল পরিবার

সাদিয়া রহমান ২০০৯ সালে প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার

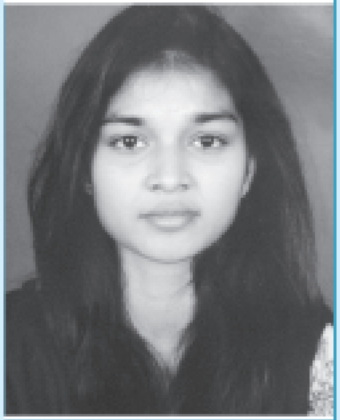

ফলাফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা এর অধীনে রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে কৃতিত্বের সাথে জিপিএ ৫ লাভ করে। ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর এক মাত্র কন্যা সাদিয়া রহমান ১৯৯২ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সাদিয়া প্লে গ্রুপ ও ১ম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্ত করে। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ২য় ও ৩য় শ্রেণীর পর্ব শেষ হওয়ার পর ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয় রাজধানী ঢাকার উত্তরা হলিচাইল্ড স্কুলে। এই স্কুল থেকে সাদিয়ার শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন হয়। রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর সে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের স্তর শেষ করে। উভয় স্তরে সাদিয়া বেশ কিছু সাফল্য লাভ করে। ২০০৫ সালে সে ৮ম শ্রেণী থেকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে এবং ২০০৭ সালে প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে বিজ্ঞান বিভাগ হতে জিপিএ ৫ লাভ করে। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে সাদিয়ার ধারাবাহিক সাফল্য অন্যান্য শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। ঘাসফুল পরিবারের সদস্যবৃন্দ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভবিষ্যতের জন্য সাদিয়ার ধারাবাহিক সাফল্য কামনা করছে।

শোক সংবাদ

পশ্চিম মাদারবাড়ীস্থ পোড়া কলোনী নিবাসী হাসমতুন্নেসা গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে নিজ গৃহে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ----- রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্য জনিত রোগে ভুগছিলেন। হাসমতুন্নেসা ১৯৯২ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে ধাত্রী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ঘাসফুলে কর্মকালীন সময়ে তিনি নগরীর মাদারবাড়ী ও কদমতলী এলাকার দরিদ্র ও বঞ্চিত নারীদের গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় সেবা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীর শোক ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছে। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান পরাণ মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

(১ম পাতার পর) কনসোর্টিয়ামের সদস্য সংস্থা ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক নুর- ই - আকবর চৌধুরী, ঘাসফুলের উপ - পরিচালক মফিজুর রহমান, প্রশিক্ষণ বিভাগের ব্যবস্থাপক আবু করিম ছামি, নেস্ট প্রকল্পের সমন্বয়কারী

প্রশিক্ষণের সমাপনী পর্বে বক্তব্য রাখছেন ইলমার নির্বাহী পরিচালক জেসমিন সুলতানা পারু

ফাহমিদা আক্তার সহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রকল্পের লক্ষিত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ পত্র বিতরণ করেন নেস্ট কনসোর্টিয়ামের সদস্য সংস্থা ইলমার নির্বাহী পরিচালক জেসমিন সুলতানা পারু। সমাপনী পর্বে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা।

মাছের পোনার বাণিজ্যিক চাষে
ঘাসফুলের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

পটিয়া পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা মরহুম বদরুল হকের ৮ সন্তানের মধ্যে পরিবারের সবার চোখের মণি ছিল মাহাবুল আলম। সবার ছোট বলে মাহবুলের বড় দুলাভাই নুরুল আলমের স্নেহের পরিধি মাহাবুলের জন্য একটু বেশীই ছিল। নুরুল ছিলেন এক জন মৎস্য ব্যবসায়ী। তিনি প্রায়ই পোনা উৎপাদন, মৎস্য চাষ এই সব ব্যাপার নিয়ে মাহাবুলের সাথে আলোচনা করতেন। পৈত্রিক সূত্রে কেউ এই পেশার সাথে জড়িত না হলেও দুলাভাইয়ের সংস্পর্শে থেকে এইচএসসি পাশ মাহাবুলের মনে মাছ চাষের প্রতি দুর্বলতা জন্মাতে থাকে। ২০০০ সালের দিকে নুরুল আলম হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং যে তিনটি পুকুরে নিজে মাছ চাষ করতেন সে পুকুরগুলোতে মাছ চাষের নিমিত্তে মাহাবুলের হাতে দায়িত্ব তুলে দেয়। আপন চেষ্টা ও যোগ্যতা বলে সাফল্য হাতের মুঠোর আনতে মাহাবুলের সময় লাগেনি। ধীরে ধীরে তার ব্যবসার পরিধি বাড়তে থাকে। পুকুরে সংখ্যা ৩ থেকে বাড়তে বাড়তে বর্তমানে প্রায় ১৪ টি। তবে এগুলোর সিংহভাগই ইজারাকৃত। পটিয়ার প্রায় ৪০ টি পরিবার এই পুকুরগুলোর মালিক। বেশীর ভাগ ইজারাই ৩-৫ বছর মেয়াদী। এগুলোর ইজারা মূল্য ১৫ হাজার থেকে আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত রয়েছে। মাহাবুলের মত আরো কয়েক জন ব্যবসায়ী মিলে সমবায় পদ্ধতিতে তারা পুকুরগুলো ইজারা নেয়। পটিয়ার জংগলখাইন, কাগজীপাড়া ও পৌরসভা এলাকায় ছোট বড় ১৪ টি পুকুর নিয়ে চলছে মাহাবুলের কর্মযজ্ঞ। মূলত কুমিল্লার জেলার লাঙ্গলকোটের মাহিনীবাজার থেকে কেজি প্রতি ৩ - ৭ হাজার টাকা দরে রেণু কিনে এনে পোনা ও বড় মাছের চাষ করা হয়। এই সব পুকুর সমূহে মূলত মৃগেল, রুই, কাতাল, কালিগনি, সরপুটি, বিগ্রেড, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প প্রভৃতি মাছের চাষ করা হয়। পুকুরে রেণু ছাড়ার আগে রেণুগুলোকে অন্য একটি পুকুরে ১৫ - ১৮ দিন রাখতে হয়। পুকুরটির পানি নিষ্কাশন করে তাতে চুন প্রয়োগ করে ৩ ফুট নতুন পানি ঢুকানো হয়। রেণু ছাড়ার ১ দিন আগে বিভিন্ন রকম জীবাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করে, যে দিন রেণু ছাড়া হয় তার আগের দিনই কুমিল্লা হতে রেণু আনা হয়। নির্ধারিত দিনে রেণু ছেড়ে পরবর্তী ৩ দিন, প্রতিদিন ২ টি করে সিদ্ধ মুরগীর ডিম ২ কেজি ময়দার সাথে গুলিয়ে পুকুরে পানিতে ছিটিয়ে দিতে হয়। পরবর্তীতে ১ম ৫ দিন ১ কেজি, মধ্যম ৫ দিন ২ কেজি এবং শেষ ৫ দিন ৩ কেজি খলদি ভিজিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়। এর পর মাছ চাষের জন্য লক্ষিত পুকুরগুলো থেকে পুরাতন পানি নিষ্কাশন করে তাতে ৫ - ৬ ফুট নতুন পানি ঢোকানো হয়। পুকুরগুলোতে চুন, বাংলা টিএসপি ও ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে রেণু চাষের জন্য পুকুরগুলোকে তৈরী করতে হয়। ১৫ - ১৮ দিন পর মাতৃপুকুরের রেণুকে নতুন তৈরীকৃত পুকুরে স্থানান্তর করার পর প্রতিদিন পরিমাণমত খৈল, চিকন ভুষি মাছের খাদ্য হিসাবে পুকুরে ছিটাতে হয়।

এভাবে প্রায় ২০ দিন চলার পর শুরু হয় পোনা বিক্রি। ২ - ৩ কেজি রেণু ততদিনে পরিণত হয় কমপক্ষে ১০ মণ পোনাতে। দিন যত যায় পোনার ওজনও তত বাড়ে। চৈত্র মাসের শেষ হতে বৈশাখ পর্যন্ত চলে রেণু ছাড়া ও পোনা উৎপাদনের কাজ। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম হতে আশ্বিন পর্যন্ত চলে পোনা বিক্রির কাজ। চকরিয়া, মহেশখালী, বদরখালী, পেকুয়া এবং টেঁটং এর বিভিন্ন মৎস্য বিক্রেতা ও প্রজেক্টের মালিকরাই মূলত মাহাবুলের খরিদ্দার। আশ্বিন মাস শেষ হতে হতে পোনার ওজন দাড়ায় ৫০ - ৬০ মণে। কেজি প্রতি ১৫০ - ৪০০ টাকা দরে পোনা বিক্রি হয়। যে সব পোনা বিক্রি হয়না সেগুলো ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে মাহাবুল ১ কন্যা সন্তানের জনক। ২০০৫ সালে পটিয়া উপজেলার শোভনদণ্ডী গ্রামের কৃষক শামসুল আলমের কন্যা মনোয়ারাকে মাহাবুল নিজের বউ করে ঘরে তুলে আনে। মনোয়ারা সংসারে আসতেই মাহাবুল তার ব্যবসার অতিরিক্ত সমস্ত টাকা -পয়সা মনোয়ারার জিম্মায় রাখতে শুরু করে। পাড়ার মহিলাদের মনোয়ারার নারী নির্যাতন, যৌতুক, পারিবারিক পরিমণ্ডলে নারী ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ সহ আরো অনেকগুলি বিষয়ে আলোচনা হত। এবং এই আলোচনা গুলি হতো পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা ঘাসফুলের পটিয়া সদর শাখার ১৫২ নং সমিতিতে। ধীরে ধীরে মনোয়ারা নিজেও ঘাসফুল সমিতির কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ২০০৬ সালে মনোয়ারা ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয়। ব্যবসার বহুমুখী গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে, ঋণের জন্য মাহাবুল ঘাসফুলকেই প্রাধান্য দিতে শুরু করে। এভাবে মাহবুল স্ত্রী মনোয়ারার মারফত তিন দফায় ঘাসফুল থেকে ৩৭,০০০ টাকার ঋণ সেবা গ্রহণ করে। মাহবুলের পোনা উৎপাদন ও মৎস্য ব্যবসার ঋদ্ধি-বৃদ্ধিতে এ ঋণের রয়েছে অনস্বীকার্য এক ভূমিকা। মাহাবুবুল এর মতে খুবই প্রয়োজনীয় সময়ে এবং কোন প্রকার জামানত বিহীন হওয়ার কারণে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণে তার মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। সাপ্তাহিক কিস্তি হওয়ায় ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ঝক্কিঝামেলা পোহাতে হয়না এবং কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ সেবা পাওয়া যায় বলে ভবিষ্যতে মাহাবুল ঘাসফুল থেকে আরও বড় ধরনের আর্থিক সহযোগিতা গ্রহনের আশা করছেন। পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষে নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ২০০৪ সালে প্রথমে "কুমিল্লা চৌরাঙ্গীবাজার হ্যাচারী" এবং পরে "ফেনী রুকমারী মৎস্য খামার " থেকে ১৫ দিন করে করে মোট ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও কর্মগুণে মাহবুল আজ পটিয়ার শীর্ষ ব্যবসায়ীদের একজন। উল্লেখ্য মাহবুলের মত পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষের সাথে জড়িত লোকের সংখ্যা পটিয়ায় প্রায় ১০০০। পটিয়ার রেলস্টেশন বাজারটি দেশের বিখ্যাত মাছের পোনার বাজার। মাহবুলদের এই কর্মতৎপরতা খাদ্য চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে রাখছে উল্লেখযোগ্য অবদান। তবে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নতমানের রেণু ও পোনার অভাব, উচ্চ সেচ ব্যয়, বিশুদ্ধ পানির অপ্রতুলতা প্রভৃতি সবসময় তাদের চলার পথে বড় মাপের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে সরকার যদি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে, মাহাবুলসহ পটিয়ার অন্যান্য মৎস্য ব্যবসায়ীর ধারণা, দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণ, পুষ্টি যোগান ও সমৃদ্ধ অর্থনীতির বুনিয়াদ গঠনে তাদের ভূমিকাটা আরও বিশাল হবে।এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মাহাবুলের চোখে মৎস্য ব্যবসায় আরও বহুদূর যাওয়ার স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখেন দেশের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় মৎস্য খামারী হবার। মাহাবুলের সে স্বপ্ন আলোর মুখ দেখুক এই প্রত্যাশাই এখন ঘাসফুল পরিবারের।

তথ্য সংগ্রহ ও অনুলিখন : নিজস্ব প্রতিবেদক, ঘাসফুল

মরহুম লুৎফুর রহমানের ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য মরহুম লুৎফুর রহমানের ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১ আগস্ট ২০০৯ তারিখে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে কোরান খানি ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ঘাসফুল পরিবারের সদস্যবৃন্দ মিলাদ মাহফিল ও মুনাজাতে অংশগ্রহণ করে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। চট্টগ্রাম বার কাউন্সিলের আয়কর উপদেষ্টা হিসাবে কর্মজীবন শুরু করা মরহুম এম এল রহমান সমাজের বঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাগোন্নয়নে সাধ্যাতম অবদান রেখে গেছেন। ঘাসফুলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা ঘাসফুল পরিবার শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

নতুন যুগের স্বপ্নদ্রষ্টা অভিরাম

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৩০ নং ওয়ার্ডের আওতাধীন পূর্ব মাদারবাড়ীর সেবক কলোনীর "ডি" ব্লকের ৩ নং বাসায় বসবাসরত অভিরাম দাশ । অভিরামের পিতা সীতারাম দাশ , মা রাখী রাণী দাশ , ভাই শিবরাম দাশ , মনিরাম দাশ এবং ১ মাত্র বোন পূণম দাশ। তারা ৬ জনই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১ টি রুমেই বসবাস করে আসছে। অভিরামের পিতা সীতারামের প্রপিতামহ ভাগ্যান্বেষণে চট্টগ্রামে এসেছিলেন ভারতের বিহার রাজ্য থেকে। সীতারামের বাবা রাজারাম ছিলেন বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী এবং মা বিমলা রাণী দাশ ছিলেন সিটি কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার। চাকুরীর সূত্র ধরে বিমলা রাণী পূর্ব মাদারবাড়ী সেবক কলোনীতে বসবাসের জন্য এক খানা রুম পায়। সেই থেকে এই রুমটিতে সীতারাম বংশ -পরম্পরায় বসবাস করে আসছে। " স্থানের অভাব এই জগতে নাই, তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের এ টুকুই"। সারা শহরের পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব সেবক কলোনীর জনগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে পালন করে আসলেও সমাজের কাছে তারা আজো অস্পৃশ্য। বেতনটাও সীতারামের নামমাত্র-সুইপারদের বেতন এই যা হয়, আর কি। সে বেতনে পরিবারের সবার জন্য না জুটে তিন বেলা ডাল-ভাত, না জুটে পরিধেয় বস্ত্র, না জুটে ডাক্তার খরচ। সেখানে সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করানো , সুশিক্ষিত করানোর স্বপ্ন-এ যে সাক্ষাৎ বিলাসিতা! সে বিলাসিতায় তারপরও গা ভাসাত সীতারাম। গা ভাসিয়ে কেমন জানি সুখানুভব হত তাঁর । অনুভূত হত বেঁচে থাকার প্রেরণা, অনুভূত হত সংগ্রামের শক্তি। নিজে পড়েছেন মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। সেই তিনিই কিনা চাইতেন কলেজ ভার্সিটি পড়ুয়া সন্তানের গর্বিত বাবা হতে। রোজকার অভাবের দাবড়ানিতে হায়, সে স্বপ্নকুঁড়িগুলো কুঁড়িই রয়ে যায় , ফুল হয়ে ফুটে না আর। ১৯৯৮ সালের শুরুর দিকে সেবক কলোনীতে সদ্য শুরু হয়েছে, ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের পথচলা। সেবক কলোনীর শিশুদের জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার জন্য যেখানে হিমালয় পাড়ি দেওয়ার মতো দুঃসাধ্য সেখানে নিজেদের নির্দিষ্ট সীমানাতেই স্কুল অনেকটা যেন চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো। প্রথম সুযোগেই সীতারাম অভিরামকে ঘাসফুল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই শেষ হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ঘাসফুল সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ইকবাল হাফিজ যুবরাজ এর সহযোগিতায় অভিরাম ভর্তি হল সেবক কলোনীর নিকটবর্তী বাংলাদেশ রলওয়ে স্টেশন কলোনী হাই স্কুলে। পরিবারের বর্ধিত ব্যয় সামাল দিতে ,স্বামী সীতারাম দাশের সাথে স্ত্রী রাখী রাণী দাশ ও এবার গ্রহণ করলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ঝাড়ুদারের পদ। দুমূর্ল্যের বাজারে অবশ্য সে টাকাও নস্যি। ফলে ফল যা হবার তাই হল। নিত্য গোস্বামী অভাব অন্তহীন টানাটানি। ফাইভ পাস বাবা আর নিরক্ষর মায়ের দুর্নিবার জ্ঞানানুরাগে অভিরামের বিদ্যার চাকাটি তারপরও সচল ছিল দশমমান পর্যন্ত। কিন্তু এস.এস .সির দোর গোড়ায় এসে অভিরামের শিক্ষা জীবনে এল একটি ঝাঁকুনি, ফরম ফিলাপের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করা কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ল অভিরামের জন্য। "যদি লক্ষ থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবে হবেই দেখা, দেখা হবে বিজয়ের"। অভিরামও বিজয়ের দেখা পেয়েছে। ঘাসফুল থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে অভিরাম এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং এই বছর প্রকাশিত (২০০৯) ফলাফলে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.৬৩ লাভ করে। এসএসসি পাশের পর ভর্তি হয়েছে চট্টগ্রাম সরকারী পলিটেকনিকাল কলেজের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে। অস্পৃশ্য বলে সমাজ যাকে জন্মের পর থেকে বাতিলের খাতায় জোর করে নাম লিখাতে চেয়েছে, ঝাড়ুদার অথবা সুইপার হওয়া যে জনগোষ্ঠীর শতবর্ষী বয়সী নিয়তি। অর্থাভাবে যে ছেলের এসএসসির চৌকাঠ পেরোনোও দায় হয়ে পড়েছিল, সে ছেলের চোখেই এখন বি.এস .এস সি ইঞ্জিনিয়ার হবার ঝলমলে স্বপ্ন । সেবক কলোনীর সিংহভাগ ছেলে-মেয়ের বিদ্যার দৌড় দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত। অর্থাভাব, অজ্ঞতা, পশ্চাৎপদতা, কুসংস্কার, পরিবেশের অসহযোগিতা প্রভৃতি এই এলাকার মানুষের আজন্ম সঙ্গী। এসব বহুমাত্রিক কারণে এখানকার মানুষগুলো চলমান সমাজ, সভ্যতা হতে শত বর্ষ পিছিয়ে। সিংহভাগ মানুষ এখানে বংশ পরম্পরায় সুইপার। স্বপ্ন কিংবা গন্তব্যও তাদের অনেকটা নির্ধারিত-সুইপার হওয়া। সেখানে বিদ্যাশিক্ষা তো রীতিমত অপাংক্তেয় একটা ব্যাপার। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এই সেবক কলোনীতে চারটা ব্লকে ১৫০ পরিবারে প্রায় হাজারোর্ধ মানুষের বাস। অথচ এখানে এস.এস.সি ডিগ্রীধারী (!) ব্যক্তি সংখ্যা সর্বোচ্চ ৬-৭। এমন শিক্ষা-অসহযোগী , বিদ্যা নিরুৎসাহী পরিবেশে জন্ম নিয়ে একজন ছেলের বি এসসি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখা দুঃসাহসের সামিল বৈকি। অভিরাম দাশ অটুট চিত্তে সে দুঃস্বপ্নই আজ দেখাচ্ছে । অভিরামের এই কীর্তি দেখে মনে হয় আসলেই পৃথিবীর যে কোন মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া । তবেই মানুষ নিজের স্বপ্ন মন্দিরে পৌঁছাতে পারে। যুগে যুগে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এসেছেন অনেক স্বপ্ন দ্রষ্টা। তাঁদের দেখানো পথ ধরেই মানব সভ্যতা আজ চরম শিখরে। পূর্ব মাদারবাড়ী সেবক কলোনীর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অভিরাম এক জন স্বপ্ন দ্রষ্টা হয়ে বেঁচে থাকবে অনেক দিন। অভিরামের পথ ধরেই সেবক কলোনীর প্রতিটি শিশুর জীবন সাফল্যের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্য সংগ্রহ-আকতার উদ্দিন ছিদ্দিকী, উন্নয়ন কর্মী, ঘাসফুল।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

এক নজরে গত তিন মাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯) ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম সমূহ -

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিকাল সেবা	১৮৫৩ জন রোগীকে ২৩ টি স্থায়ী ক্লিনিক সেশন এবং ৩৮ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই)	মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ৫৮০ জন। এর মধ্যে মহিলা গ্রহীতার সংখ্যা ১৯৮ জন এবং শিশু গ্রহীতার সংখ্যা ৩৮২ জন।
পরিবার পরিকল্পনা	১৭৭০ জন মহিলা এবং ৩৫৪ জন পুরুষ সহ মোট গ্রহীতার সংখ্যা ২১২৪ জন। এদের মধ্যে ৩৩৪ জন ইনজেকশন, আইইউডি ১৬ জন, কনডম ৩৫৪ জন, পিল ১৪০ জন এবং লাইগেশন (রেফারেল) ৬ জন।
নিরাপদ প্রসব	ঘাসফুলে কর্মরত ১৫ জন প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ১৭৩ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে। তার মধ্যে ৯৪ জন ছেলে শিশু এবং বাকী ৭৯ জন মেয়ে শিশু।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	কর্মএলাকার ৩২ টি গার্মেন্টস এর মোট ৬০৪৮ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এক নজরে ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে ঘাসফুল দেশের ৫ টি জেলায় ৭ টি খাতে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত ঘাসফুল পরিচালিত সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের তথ্য সমূহ দেখানো হলো।

খাতের নাম	সদস্য	ঋণী সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ(টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায় (টাকা)	ঋণ স্থিতি (টাকা)
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	১৮,৪৬১	১৪,৪৯৬	৭৭,৭৪৮,০৯১	১,২৭৪,৪৭৮,০০০	১,১৫৬,৫৬৬,৪৫৫	১১৭,৯১১,৫৪৫
গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ	১১,১১০	৮,৮১৯	২০,২৪৫,৪৭৭	২৭৬,২৫২,০০০	২২০,৯৫১,৩৫৪	৫,৫৩,০০,৬৪৬
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	১,৭৬৮	১,৫৪২	৩১,২৬৩,৩০৮	২৫২,৪১৩,০০০	২০৮,১০৯,৪২৯	৪,৪৩,০৩,৫৭১
দৈনিক ঋণ	২,৬৩৭	১,৭৬২	১২,৯১৬,২১২	১২৬,৬৬৬,৪০০	১১১,০৫৩,৯১৯	১,৫৬,১২,৪৮১
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	১১৪	১১৪	----	৪,৯৭৮,০০০	৪,৮৬৮,৬০৩	১,০৯,৩৯৭
অতি দরিদ্র ঋণ	২২৪	১৯৯	১৬৪,১৮৩	১,৭৫৩,০০০	১,৩০৩,৩১০	৪,৪৯,৬৯০
কৃষি ঋণ	৬৬	৭০	৯৩,৭৮২	১,২৮১,০০০	৩০০,৫০০	৯,৮০,৫০০
সর্বমোট	৩৪,২৬৬	২৬,৮৮৮	১৪২,৪৩১,০৫৩	১,৯৩৭,৬২১,৪০০	১,৭০৩,১৫৩,৫৭০	২৩,৪৪,৬৭,৮৩০

২০০৫ সাল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত ঘাসফুল কর্তৃক গৃহীত পিকেএসএফ ঋণের পরিমাণ, পরিশোধ এবং ঋণ স্থিতি

খাতের নাম	ঋণ গ্রহন (টাকায়)	ঋণ পরিশোধ (টাকায়)	ঋণ স্থিতি (টাকায়)
গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ	৪,১৬,০০,০০০	১,৩৫,৬০,০০০	২,৮০,৪০,০০০
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	৯,০০,০০,০০০	২,৮৯,০০,০০০	৬,১১,০০,০০০
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	৬,২০,০০,০০০	১,৭৮,০০,০০০	৪,৪২,০০,০০০
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	৪০,০০,০০০	৪০,০০,০০০	----
অতি দরিদ্র ঋণ	১০,০০,০০০	৪,১৬,৬৬৭	৫,৮৩,৩৩৩
কৃষি ঋণ	১০,০০,০০০	----	১০,০০,০০০
সর্ব মোট	১৯,৯৬,০০,০০০	৬,৪৬,৭৬,৬৬৭	১৩,৪৯,২৩,৩৩৩

বীমা দাবী পরিশোধ

সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে ঘাসফুল গত ১ যুগ ধরে কর্মএলাকায় সমন্বিত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগী কোন সদস্য মারা গেলে তাঁর পরিবার যাতে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে যাতে আর্থিক দৈন্যদশার শীকার না হয় সে লক্ষ্যে ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি চালু করে। পলিসি অনুসারে কোন সদস্য অথবা সদস্যের আইজিএ পরিচালনাকারী ব্যক্তি ঋণ থাকা অবস্থায় মারা গেলে উক্ত সদস্যের অপরিশোধিত ঋণের কিস্তি সমূহ সংস্থার বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। গত ৩ মাসে (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০৯) ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১ শাখার ২ জন, ২ শাখার ৪ জন, ৪ শাখার ২ জন, পতেঙ্গা শাখার ১ জন, পটিয়া সদর শাখার ২ জন, চৌধুরী হাট শাখার ২ জন, আনোয়ারা শাখার ১ জন, হাটহাজারী সদর শাখার ১ জন এবং কুমিল্লা পদুয়ার বাজার শাখার ১ জন সহ মোট ১৬ জন ঘাসফুল উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি -------- রাজিউন)। মৃত ব্যক্তি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিপরীতে ঘাসফুলের ঋণ স্থিতির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৫ টাকা এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৯১ হাজার ৪ শত ৯ টাকা। ঋণ স্থিতির সমুদয় অর্থ ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয় এবং তাঁদের সঞ্চয়ের অর্থ সমূহ মনোনীত নমিনী ও সদস্য বরাবর কোন প্রকার প্রত্যাহার ফি ছাড়াই ফেরত দেওয়া হয়।

ঘাসফুল পতেঙ্গা শাখার উপকারভোগী সদস্যের হাতে সঞ্চয়ের অর্থ তুলে দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ

শিশু শ্রম ও দারিদ্র্য

(৩য় পৃষ্ঠার পর) জাতি হিসাবে বিশ্বের দরবারে নিজেদের সগর্ব উপস্থিতি জানান দিতে হলে এখনো পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিশুগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনে তাদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে সর্বনাশা শিশু শ্রমের দায় থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে হবে। এই লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন রকম কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। দাতা সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল,ইলমা ও ওয়াচের সমন্বয়ে ঘটিত নেটওয়ার্কের উদ্যোগে নেস্ট প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকা সমূহে বসবাসকারী ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য উপআনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পাশপাশি প্রকল্পের উপকারভোগী শিশুদের কারিগরী শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি উক্ত প্রকল্পের আওতায় লক্ষিত শিশুদের অভিভাবকদেরও শিশু শ্রম নিরসনে সচেতন করে তোলার প্রস্তাবনা রয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সরকারী-বেসরকারী সংস্থা ও দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মনে রাখতে হবে এই সব প্রকল্প জাতি গঠনের মত একটি মহান ব্রত নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৫ সাল নাগাদ জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্রের অগ্রগতি এই ধরনের প্রকল্প সমূহের উপর অনেকটাই নির্ভর করছে। সারাপৃথিবী দ্রুত এগিয়ে চলছে, উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির যথাযথ সংরক্ষণ করে বাংলাদেশকে একটি টেকসই উন্নয়নের দেশে পরিণত করতে হলে জাতিকে শিশু শ্রমের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে হবে।

আবু করিম হামি উদ্দিন, উন্নয়ন কর্মী, ঘাসফুল

এইডস প্রতিরোধে ঘাসফুলের কার্যক্রম

একবিংশ শতাব্দীর নাগরিকদের জন্য মূর্তিমান এক আতংকের নাম এইচআইভি/ এইডস। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এইডসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে বন্দর সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় ঘাসফুল কর্মএলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকা সমূহ এইচআইভি ভাইরাসের বিস্তারের জন্য অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ বলে ধারণা করা হয়। ঘাতক ব্যাধি এইডস প্রতিরোধে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল বিভিন্ন রকম কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের আওতায় ইপসা কনসোর্টিয়াম কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন হাসাবের সহযোগি সংস্থা হিসাবে ঘাসফুল এর উদ্যোগে গত জুলাই মাসে চট্টগ্রামস্থ আগ্রাবাদ ও খাতুনগঞ্জে অবস্থিত ৫ টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান (পেন্টাগন, এইচ কে - টিজি, ইউনিটি ফ্যাশন, সান ফ্যাশন, গোল্ড মার্ট) এর ৪৮ জন পুরুষ, ২২২ জন নারী সহ মোট ২৭০ জন শ্রমিককে ১৮ টি সেশনে এইডস বিষয়ক এলএসই (লাইফ স্কিল এডুকেশন) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯

ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সি.আর.সি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

সিআরসি বিষয়ক প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী আফতাবুর রহমান জাফরী

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত (NEST - Need of Education & Skill Training for children at risk) প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সিআরসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ১৫ - ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে সম্পন্ন হয়। ২ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প কর্মকর্তারা জাতিসংঘ ঘোষিত "শিশু অধিকার সনদ" এর বহুমুখী দিক ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করে। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল, ইলমা ও ওয়াচের সমন্বয়ে গঠিত কনসোর্টিয়ামের উদ্যোগে পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি প্রশিক্ষণের সার্বিক সফলতা কামনা করেন এবং আশা প্রকাশ করে বলেন উক্ত প্রশিক্ষণ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে কর্মকর্তাদের জন্য সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবেন। উদ্বোধনী পর্বে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক নুর ই আকবর চৌধুরী। অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন উন্নয়ন সংস্থা কোডেক-এর উপ-সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জুলিয়া চৌধুরী ও প্রোগ্রাম অফিসার (প্রশিক্ষণ) সচ্চিদানন্দ মজুমদার মিঠু। উন্নয়ন সংস্থা ইলমার নির্বাহী পরিচালক জেসমিন সুলতানা পারু প্রশিক্ষণের সমাপনী পর্বে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ সহায়কদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অংশগ্রহনকারীদের মাঝে সনদ পত্র বিতরণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্পের কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করে বলেন পরিচালিত প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত শিখন সমূহ প্রকল্পের লক্ষিত শিশুদের জন্য একটি আলোকিত সমাজ ব্যবস্থা গঠনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (ডিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী
সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ
নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ঘাসফুল এর ত্রাণ তৎপরতা

ঘাসফুল হালিশহর শাখার উপকারভোগীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন ঘাসফুল কর্মকর্তাবৃন্দ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন হালিশহর আনিন্দপুর এলাকায় গত ২১ জুলাই ২০০৯ তারিখে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সংগঠিত হয়। রান্না ঘরের চুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে ধারণ করা হয়। ঘাসফুল মধ্যম হালিশহর শাখার ৪ জন সদস্য অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অগ্নিকান্ড পরবর্তী সময়ে ত্রাণ সহায়তা হিসাবে গত ৬ আগষ্ট ২০০৯ তারিখে ঘাসফুল সদস্যদের জন্য চাউল, ছোলা, মশুরীর ডাল , সয়াবিন তেল , লবণ , চিনি , পেঁয়াজ এবং চিড়া সহ আরো প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণ কালে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম এবং সংশ্লিষ্ট শাখার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাজুল ইসলাম।

ঘাসফুল মাদারবাড়ী শাখার উপকারভোগীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন ঘাসফুল কর্মকর্তাবৃন্দ

গত ৩ আগষ্ট ২০০৯ তারিখে রাত আনুমানিক ২ টার দিকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পূর্ব মাদারবাড়ীস্থ মাইল্লারবিল এলাকার মোর্শেদ উকিলের ভাড়া ঘরের কলোনীর বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙে আগুনের তাপে। প্রচন্ড দাবদাহ ও মৃদু বাতাসের কারণে আগুন খুব দ্রুত পুরো কলোনীতে ছড়িয়ে পড়ে। মাঝ রাতে সংগঠিত হওয়ায় লোকজন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রাণ ভয়ে ঘটনা স্থল ত্যাগ করে। ফলে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তরা আগুনের লেলিহান শিখা থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থালী সামগ্রী সহ কোন কিছুই রক্ষা করতে পারেনি। ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১ নং শাখার ১২ জন সদস্য উক্ত অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘাসফুলের উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জগ, গ্লাস, প্লেট, বালতি, পাতিল ও চামচ সহ বিভিন্ন তৈজস সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম ও সংশ্লিষ্ট শাখার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক গোলাপ ফেরদৌস।

প্রকাশনা : **ঘাসফুল,** ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন: ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স: ২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org